সিন্ডিকেট নিয়ে ফাহমিদার অভিযোগ

সিন্ডিকেট শব্দটি শিল্পাঙ্গনে ভীষণভাবে পরিচিত। ডাকসাইটে শিল্পীরাও এর শিকার হন। এবার সিন্ডিকেট নিয়ে মুখ খুললেন জনপ্রিয় গায়িকা ফাহমিদা নবী। সম্প্রতি এস এম কাইয়ুমের 'অন্তর্বর্তী' সিনেমার 'থাক না দূরের হয়ে' শিরোনামের গানে কণ্ঠ দেন গায়িকা। এস এম কাইয়ুমের লেখা ও রাহুল কুমার দত্তের সুর করা গানটির সঙ্গীতায়োজন করেছেন পিন্টু ঘোষ।

এর আগে ২০০৭ সালে ফাহমিদা নবী কণ্ঠ দিয়েছিলেন 'আহা' সিনেমার 'লুকোচুরি লুকোচুরি গল্প' গানে। দারুণ সাড়া ফেলেছিল গানটি। গায়িকাও পেয়েছিলেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। তারপরও সিনেমার গানে আর নিয়মিত পাওয়া যায়নি গায়িকাকে। কারণ জানতে চাইলে সংবাদমাধ্যমকে পাল্টা প্রশ্ন করেন গায়িকা। তিনি বলেন, 'এই প্রশ্নটা তো আমার। সব সময় শুনি, আমার কণ্ঠটা নাকি ফিল্মি। সবাই বলে আপনার বেশি বেশি প্লেব্যাক করা উচিত। তাহলে কেন আমি নেই? এটা আমার জন্য ভীষণ কষ্টের।' প্লেব্যাকে সিন্ডিকেটের কথা জানিয়ে ফাহমিদা নবী বলেন, 'সিনেমার গান নিয়ন্ত্রণ করে একটা সিন্ডিকেট। সেই সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত শিল্পীরাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইছে। বঞ্চিত হচ্ছে বাকিরা।'

হতাশার সুরে ফাহমিদা নবী বলেন, 'লুকোচুরি গল্পের পরে আমার অনেক সিনেমায় গান করার কথা। কিন্তু তা আর হয়েছে কই? অনেক সময় জানতে পারি, কোনো এক সিনেমায় আমার গান করার কথা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই গানটি আর হচ্ছে না বা অন্য কেউ গাইছে। এমনও হয়েছে, গান রেকর্ড করে আসার পরেও দেখি, সিনেমায় বদলে গেছে কণ্ঠ। কেন এমনটা হচ্ছে, এটার কোনো উত্তর নেই। তবে আমি বিশ্বাস করি, যোগ্যতা থাকলে বাধা দিয়ে কোনো কিছুকে আটকানো যায় না। আমি একজন যথার্থ শিল্পী হিসেবে কাজ করে যেতে চাই। আমার কণ্ঠ যদি কারও প্রয়োজন হয় সে আমাকে খুঁজে নেবে।'

সিন্ডিকেট দূর করতে সিনেমার পরিচালকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। এরকমটাই মনে করেন ফাহমিদা নবী। তিনি বলেন, 'পরিচালকদের এগিয়ে আসতে হবে। চরিত্র অনুযায়ী যেভাবে অভিনয়শিল্পী চূড়ান্ত করা হয়, সেভাবেই যে গানে যাকে প্রয়োজন তাকেই ডাকতে হবে। নায়ক-নায়িকারা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, সঙ্গীতশিল্পীরাও তেমন। একটি ভালো গান সিনেমাকে বাঁচিয়ে রাখে।'

ফাহমিদা নবীকে সবশেষে ২০২২ সালে পাওয়া যায় প্লেব্যাকে। সে বছর 'চাদর' সিনেমার জন্য গেয়েছিলেন। বছর দুয়েক পর ফের সিনেমার গান কণ্ঠে তুললেন।

নাগা-শোভিতার বিয়ে

সিনেমার তারকা নাগা চৈতন্য ও সামান্তা রুথ প্রভুর দাম্পত্য জীবন ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছিল সিনেমাপ্রেমীরা। প্রিয় তারকাদের চার হাত এক হওয়ায় আনন্দের নেচেছিল তারা। তবে এই আনন্দ বেশি দিন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। চার বছর পরে ২০২১ সালে দুজনার পথ দুদিকে বেঁকে যায় সামান্তা ও নাগার। এদিকে একলা জীবনের অবসান ঘটাতে আরেক অভিনেত্রী শোভিতা ধুলিপলার শরণাপন্ন হন নাগা। শুরুতে তার সঙ্গে খোলাখুলি প্রেম করার সুযোগ থাকলেও সেটি করেননি। রীতিমতো রাখঢাক অবলম্বন করে পথ চলছিলেন তারা। কিন্তু গুঞ্জন ডানা মেলতে সময় লাগেনি। অনেক আগেই ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে এসেছিল শোভিতার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন নাগা। একাধিক বার তাদের অন্তরঙ্গ ছবিও সামাজিকমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে সেসব গুঞ্জন হিসেবেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন নাগা।

কিন্তু এবারকার চিত্র আলাদা। শোভিতার সঙ্গে প্রেমের কথা তো ফাঁস হয়েছেই বিয়ের দিন তারিখও ঠিক হয়েছে তাদের। ৮ আগস্ট বাগদান সেরেছেন তারা। এবার চার হাত এক হওয়ার পালা। সে তারিখও ঠিক করেছেন তারা। আগামী ৪ ডিসেম্বর বিয়ে করতে যাচ্ছেন নাগা ও শোভিতা। এরইমধ্যে তালিকা করা হয়ে গেছে অতিথিদের। তবে নাগার বিয়েটা আর দশজন তারকার মতো হবে না। বেশ জমকালো ভাবেই চার হাত এক হবে

তাদের। রাজস্থানের একটি রাজপ্রাসাদে একেবারে রীতি মেনে তাদের বিয়ের হবে বলে শোনা গেছে। আরও জানা গেছে, নাগার বাবা অভিনেতা নাগার্জুন চান হায়দ্রাবাদে ঐতিহ্যবাহী রীতি মেনে বিয়ে হোক সন্তানের।

নাগার বিয়েতে থাকতে পারে সুরেশ বাবু, ভেঙ্কটেশ এবং রানা নাগা। এছাড়াও, নাগা চৈতন্য এবং শোভিতার সহঅভিনেতা, বন্ধু এবং ইন্ডাস্ট্রির অন্যান্য জনপ্রিয় তারকা মুখ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, মুখ্যমন্ত্রী, বিধায়ক এবং সাংসদরাও বিয়ের আসরে যোগ দেবেন বলে মনে করা হচ্ছে। জানা গেছে নাগা চৈতন্য বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে পারিবারিক বাড়ি অন্নপূর্ণা স্টুডিওতে। আর অতিথিরা আসবেন হায়দ্রাবাদে। বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে থাকবে গায়ে হলুদ, মেহেদি, সঙ্গীত, ব্যাচেলর পার্টি এবং রিসেপশন থেকে শুরু করে সবরকম সেলিব্রেশন।

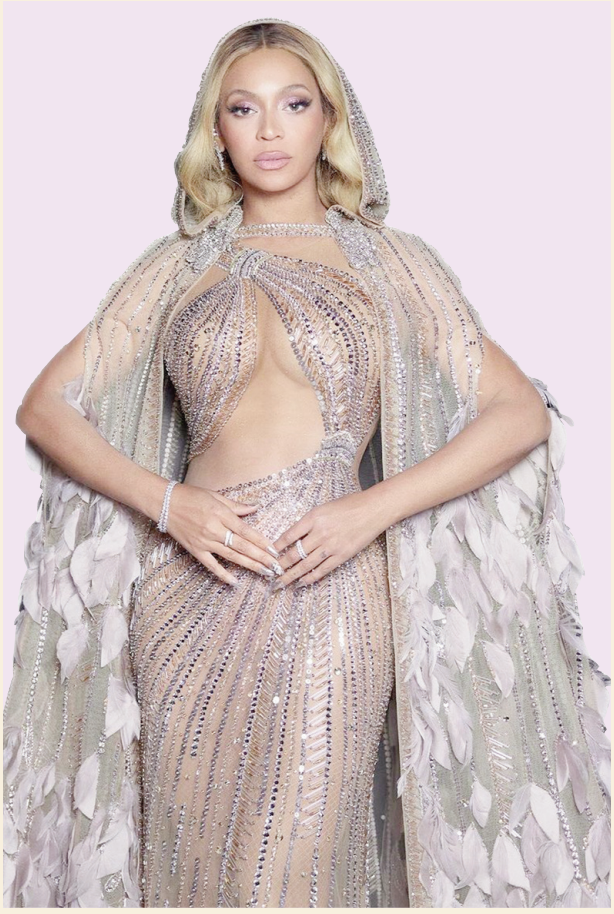

গ্র্যামিতে বিশ্বরেকর্ড বিয়ন্সের

গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডে মনোনয়ন তার জন্য ডালভাত। এর আগে অনেকবার নোমিনেশন পেয়েছেন তিনি। তবে এবার ফের মনোনয়ন পেতেই সব মিলিয়ে বাধা পড়ল রেকর্ডের মোড়কে। সঙ্গীতের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ এ অ্যাওয়ার্ডে মনোনয়ন পেয়ে সবাইকে ছাড়িয়ে গেলেন তিনি। এমনকি সবচেয়ে বেশি নোমিনেশন পাওয়া স্বামী জে-জেডও পাত্তা পেলেন না তার কাছে। বলছিলাম যুক্তরাষ্ট্রের পপ তারকা বিয়ন্সের কথা। সব মিলিয়ে ৯৯ বার গ্র্যামি নোমিনেশন পেয়ে বিশ্বরেকর্ড করলেন গায়িকা। এর আগে ৮৮ বার নোমিনেশন পেয়ে রেকর্ডটি নিজের দখলে রেখেছিলেন বিয়ন্সের স্বামী র‍্যাপার জে-জেড। এবার সেরা অ্যালবাম, সেরা কান্ট্রি অ্যালবামসহ সর্বোচ্চ ১১টি শাখায় মনোনয়ন পেয়েছেন রিয়ন্সে। বিবিসি জানিয়েছে, এই নিয়ে গ্র্যামিতে বিয়ন্সের মনোনয়ন সংখ্যা দাঁড়ালো ৯৯, এই সংখ্যা আর কোনো শিল্পীর নেই।

এদিকে সবচেয়ে বেশি গ্র্যামি জেতা শিল্পীও বিয়ন্সে। ৬৫তম আসরে মোট ৪ বার গ্র্যামি জিতে ক্যারিয়ারে মোট ৩২ বার গ্র্যামি জিতেছেন তিনি। এর আগে রেকর্ডটি ছিল প্রয়াত সঙ্গীত পরিচালক জর্জ সলত্রি'র। ৩১ বার গ্র্যামি জিতে দুই দশক নিজের দখলে রেখেছিলেন রেকর্ডটি। তাকে টপকে বিয়ন্সে নিজের করে নেন রেকর্ডটি।

৬৬তম গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডসের আসর বসতে চলছে আগামী বছরের ২ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলসে। এবারের আসরে ৭টি করে মনোনয়ন পেয়েছেন বিলি আইলিশ, চার্লি এক্সসিএক্স, কেন্ড্রিক লামার ও পোস্ট ম্যালোন। আর টেইলর সুইফট, সাবরিনা কার্পেন্টার ও চ্যাপেল রোয়ান মনোনয়ন পেয়েছেন ৬টি করে।

আজও আয়ের তালিকায় শীর্ষে মাইকেল জ্যাকসন

বিশ্বের তাবড় তারকারা যার নাম শুনে কুর্নিশ করেন তিনি মাইকেল জ্যাকসন। পপ সম্রাট হিসেবে খ্যাত। আজ থেকে ১৪ বছর পর আগে না ফেরার দেশে চলে যান এই গায়ক। জনপ্রিয়তার মধ্য গগনে অবস্থান করছিলেন তখন। যা এখনও নড়চড় হয়নি। তার গানগুলো আজও দাপটের সঙ্গে আয় করছে। গত বছরের নভেম্বরে মার্কিন সাময়িকী একটি তালিকা প্রকাশ করে। ২০২৩ সালে মৃত তারকারা কে কী পরিমাণ অর্থ আয় করেছেন তাই নিয়ে ছিল প্রতিবেদন। সেখানে দেখা গেছে, ২০২৩ সালে সবচেয়ে বেশি আয় মাইকেল জ্যাকসনের। ১১৫ মিলিয়ন ডলার আয় করে শীর্ষে রয়েছেন মাইকেল জ্যাকসন। তাকে নিয়ে শো, বায়োপিক নির্মাণের চুক্তি থেকে এ অর্থ এসেছে। এর মধ্যে ৮৫ মিলিয়ন ডলার এসেছে 'এমজে: দ্য মিউজিক্যাল' ফিল্ম থেকে। তার বায়োপিকের চুক্তি থেকেও এসেছে মোটা অংকের টাকা।